2 9 MAR 2003

ভোরের কাগজ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির-ছাত্রদল সমঝোতা, বিক্ষিপ্তভাবে হলে ভাঙচুর

৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কর্তৃপক্ষ

রা.বি প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের সঙ্গে ছাত্রশিবির কর্মীদের ও পুলিশের সংঘর্ষ এবং ১০টি আবাসিক হলে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ওপর শিবির ক্যাডারদের হামলার ঘটনায় দুদলের মধ্যে আপাতত সমঝোতা হলেও গতকাল শুক্রবারও ক্যাম্পাস ছিল থমথমে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রদলের কয়েকটি কক্ষ ভাঙচুর এবং খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ছবি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

এদিকে এ সংঘর্ষের কারণ ও দায়ীদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর নুরুল আবছারকে প্রধান করে এ তদন্ত কমিটি গঠন করলেও অন্যদের নাম এ খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার দিনভর ক্যাম্পাসে এ সংঘর্ষের পর ঐদিন রাতেই ছাত্রদল ও শিবিরের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তিন ঘণ্টাব্যাপী এক সমঝোতা বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে দুদলের নেতাকর্মীরা কেউই কারও সঙ্গে নতুন কোনো ঝামেলায় জড়াবে না মর্মে মৌখিক সমঝোতা হয়। ঐ সমঝোতা বৈঠকের পর রাত দুইটার দিকে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের আবাসিক হলগুলোতে উঠিয়ে দেওয়া হলেও গতকালও বিভিন্ন আবাসিক হলে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের কক্ষে শিবির ক্যাডারদের হামলার অভিযোগ পাওয়া যায়। বেশ কয়েকটি আবাসিক হলে ছাত্রদল কর্মীদের কক্ষে হামলা চালিয়ে কক্ষ তছনছ করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এমনকি কয়েকটি হল থেকে ছাত্রদল কর্মীদের বেরও করে দেওয়া হয়। এছাড়াও একই সময়ে খালেদা

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির

● প্রথম পাতার পর জিয়া ও তারেক রহমানের ছবিও ভাঙচুর করা হয়। এগুলো ছাড়াও ক্যাম্পাসে ও বিভিন্ন হলে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ওপর দিনভর চলে শিবির ক্যাডারদের মানসিক নির্যাতন।

গত বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর ছাত্রদলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে হতাশা। সংগঠনের অনেক কর্মীকেই বলতে শোনা যায়, এভাবে মার খেয়ে মার হজম করার রাজনীতি করে কি লাভ। এছাড়া অনেক কর্মীই হল ত্যাগ করে বর্তমানে মেসে অবস্থান করছে।

অপরদিকে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বর্তমানে আশঙ্কামুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ছাত্র উপদেষ্টাসহ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান। এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালে আহত ছাত্রদল কর্মীদের দেখতে গিয়ে সাধারণ ছাত্রদল কর্মীদের তোপের মুখে পড়েন সিটি মেয়র মিজানুর রহমান মিনু। এ সময় ছাত্রদলের রোকেয়া হলের সভাপতি ইয়াছমিন চিৎকার করে বলতে থাকে, মিনু ভাই আপনার রাজনীতি বাদ দিয়ে গলায় দড়ি দেওয়া উচিত। কারণ সরকার আমাদের আর মার খাচ্ছি আমরা। এ সময় অন্যান্য ছাত্রদল কর্মীও ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করলে মিনু সবাইকে না দেখেই দ্রুত হাসপাতাল ত্যাগ করেন।

ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ওপর পুনরায় হামলা, ভাঙচুর এবং প্রধানমন্ত্রী ও তারেক রহমানের ছবি ভাঙচুরের ঘটনা সম্পর্কে শিবির রা.বি শাখার অর্থ সম্পাদক বলেন, এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। একটি মহল [illegible] এ ধরনের অপপ্রচার [illegible]। অপরদিকে রা.বি ছাত্রদল শাখার সভাপতি মতিয়ার রহমান সমঝোতার কথা স্বীকার করলেও অন্য কোনো বিষয়ে মুখ খোলেনি।